তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৯৩১

**ষড়যন্ত্রকারীরা উন্নয়নকে ব্যহত করতে পারবে না**

 **-- সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ জ্যৈষ্ঠ (২৫ মে):

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, চারদিকে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ষড়যন্ত্রকারীরা উন্নয়ন ব্যহত করতে পারবে না।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ মিলনায়তনে রংপুর বিভাগ সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২৩ ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে মোঃ আনোয়ারুল গণি শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, দেশের জনগণ বর্তমান সরকারের উন্নয়নের সুফল পাচ্ছে। জনগণ আওয়ামী লীগকে পুনরায় ক্ষমতায় দেখতে চায়। সরকারের জনপ্রিয়তা দেখে বিরোধীরা উন্মাদ হয়ে পড়েছে। তিনি আরো বলেন, রংপুর বিভাগের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তরিক। এই বিভাগে অবকাঠামো, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ সকল খাতে ব্যাপক উন্নয়ন কাজ চলমান। মন্ত্রী বৃহত্তর রংপুর বিভাগের ঐক্য বজায় রাখার জন্য সকলকে আহ্বান জানান।

রংপুর বিভাগ সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা প্রস্তুতির উপকমিটির আহ্বায়ক মোঃ আজিজুল ইসলাম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

পরে মন্ত্রী রংপুর বিভাগের মেধাবী শিক্ষার্থীদের হাতে শিক্ষা বৃত্তির অর্থ তুলে দেন।

#

জাকির/আরমান/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ১৯৩০

**চলতি বছর আরো বেশি কর্মী বিদেশে যেতে পারে বলে আশা প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১১ জ্যৈষ্ঠ (২৫ মে) :

চলতি বছর আরো বেশি কর্মী বিদেশে যেতে পারে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ। তিনি বলেন, গত বছরের তুলনায় এই বছর আরো বেশি কর্মী যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সেটি আশাব্যঞ্জক না কারণ সেভাবে রেমিট্যান্স আসছে না।

আজ রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং বেটার বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের যৌথ আয়োজনে ‘বাংলাদেশ রেমিট্যান্স প্রবাহের সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও সমাধান’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতাকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন ও বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত এসা ইউসুফ এসা আলদুহাইলান।

মন্ত্রী বলেন, আমাদের রিজার্ভ কমে আসছে, রিজার্ভ যে প্রবাসীদের অবদান আছে সেটি কিন্তু আমাদের স্বীকার করতে হবে। বর্তমান সরকার তা করেছে বলে আমি মনে করি। তিনি বলেন, মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস সহ যাই করেন না কেন কর্মীদের জন্য যেন সহজতর হয়। রেমিট্যান্সের টাকা দেশে পরিবারের হাতে সহজে পৌঁছানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশি ব্যাংকের ক্ষেত্রে চার্জ মওকুফ করে ফ্রি করে দেওয়া যায় কিন্তু বিদেশের ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ তো আমাদের হাতে নেই। এখানে কিন্তু একটা মেকানিজম বের করা যেতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ওপর আমাদের সেই আস্থা আছে।

মন্ত্রী বলেন, বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসকে লাইসেন্স দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এটা যেন কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। যদি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে সেখানে আরেকটা জটিলতা তৈরি হবে। যতটুকু সম্ভব সব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত করে দেওয়া উচিত। তাহলে প্রতিযোগিতা থাকবে রেমিট্যান্স আহরণের। আমার জানামতে একটি ব্যাংক সাড়ে ৩ শতাংশ প্রণোদনা দেয়। তারা যদি পারে তাহলে অন্যরা পারবে না কেন।

বেটার বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাসুদ এ খানের সভাপতিত্বে সেমিনারে আরো বক্তব্য রাখেন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো’র মহাপরিচালক মো: শহীদুল আলম এনডিসি; রিফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরি রিসার্চ ইউনিট রামরু এর চেয়ার তাসনিম সিদ্দিকী; অর্থনীতিবিদ ড. আহসান এইচ মনসুর; বাংলাদেশ ব্যাংকের চিফ ইকোনমিস্ট ড. হাবিবুর রহমান; বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের নন গভর্নমেন্ট এরভাইজর মোহাম্মদ শাহজাহান সিদ্দিকী; বায়রা মহাসচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী হায়দার প্রমুখ।

#

রাশেদুজ্জামান/আরমান/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২১৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                        **নম্বর :** ১৯২৯

**স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর অপরিহার্য**

 **-- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ জ্যৈষ্ঠ (২৫ মে):

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর অপরিহার্য। এই লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল কনটেন্টসহ ডিজিটাল ডিভাইস, ডিজিটাল সংযুক্তি এবং ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষ অপরিহার্য। শিক্ষার অবকাঠামোগত যে পরিবর্তন হয়েছে সে পরিবর্তন শিক্ষা পদ্ধতিতেও করার বিকল্প নেই। স্মার্ট মানুষ তৈরির জন্য প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষার্থীর হাতে ডিজিটাল কনটেন্টসহ ডিজিটাল ডিভাইস প্রয়োজন। কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে শিক্ষা গ্রহণের দিন শেষ। তিনি বলেন, সরকার মিশ্র শিক্ষা পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে শিক্ষার রূপান্তরে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

মন্ত্রী আজ তাঁর দপ্তর থেকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত থেকে ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গণসাক্ষরতা অভিযান, সেভ দ্য চিলড্রেন ও ফ্রেন্ডশিপের যৌথ আয়োজনে শিখন অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

গণসাক্ষরতা অভিযান কাউন্সিলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য এ্যারোমা দত্ত, এর সভাপতিত্বে এবং সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযান এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ ফরহাদুল ইসলাম, সেভ দ্য চিলড্রেন এর কান্ট্রি ডিরেক্টর অনো ভান ম্যানেন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর অ্যামিরেটাস ও এডুকেশন ওয়াচ এর মুখ্য গবেষক ড. মনজুর আহমেদ, ফ্রেন্ডশিপের সিনিয়র ডিরেক্টর ও শিক্ষা কর্মসূচির প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ইলিয়াস ইফতেখার রসুল, বিভিন্ন জেলা, উপজেলা ও থানা শিক্ষা অফিসারসহ ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকবৃন্দ বক্তৃতা করেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা অত্যন্ত মেধাবী উল্লেখ করে বলেন, ডিজিটাল ডিভাইস ও কনটেন্ট দিয়ে তাদেরকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিলে, তারা শিক্ষায় বৈশ্বিক মানদণ্ড অতিক্রম করতে পারবে। তিনি বলেন, কাগজের যুগের পর শিক্ষায় ডিজিটাল যুগে যাওয়ার সময় হয়েছে। কাগজের বইয়ের পাশাপাশি ডিজিটাল কনটেন্ট এবং ডিজিটাল ডিভাইস চালু করতে পারলে জাতি অনেক বেশি সুফল পাবে। তিনি বলেন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উদ্যোগে সুবিধাবঞ্চিত প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরে গৃহীত প্রকল্পের আওতায় ৬৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পার্বত্য চট্রগ্রামের ২৮টি পাড়া কেন্দ্রে ডিজিটাল যন্ত্রে ডিজিটাল কনটেন্টে পাঠদান কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর ফলে আশপাশের স্কুলের শিক্ষার্থীরা অনেকে টিসি নিয়ে এই সকল স্কুলে চলে আসছে। যেসব স্কুলে কম্পিউটার আছে সেসব প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল কনটেন্ট দেওয়ার দাবি উঠেছে।

অনুষ্ঠানের মূল প্রবন্ধে প্রকল্প মূল্যায়নে দেখানো হয়, এই কর্মসূচির আওতায় কুড়িগ্রাম এবং জামালপুরের ১২০ টি বিদ্যালয়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির ১২ হাজার ৫৩৬ জন মেয়ে শিক্ষার্থীকে শ্রেণি সময়ের আগে ও পরে ভার্চুয়াল শিখন প্ল্যাটফর্ম এর মাধ্যমে ডিজিটাল-কন্টেন্ট ব্যবহার করে বাংলা, ইংরেজি এবং গণিত শিক্ষায় সহায়তা প্রদান করা হয়। ফলস্বরুপ, কর্মসূচির উপর জরিপের মাধ্যমে অন্যান্য এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে তুলনা করে দেখা গেছে ইজিই কর্মসূচির আওতাধীন শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর সংখ্যা, প্রাথমিক শেষ করে মাধ্যমিকে ভর্তির হওয়ার সংখ্যা এবং এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিতে সফলভাবে কৃতকার্য হওয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় শতভাগে পৌঁছে গেছে। সেইসাথে ১৮ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের সংখ্যা শূন্যতে নেমে এসেছে।

অনুষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষক সংগঠন, প্রকল্পের কর্ম এলাকার স্কুল শিক্ষক, অভিভাবক, গণসাক্ষরতা অভিযান এর কাউন্সিল (বোর্ড) মেম্বার, সহযোগী সংস্থা (ফ্রেন্ডশিপ), সেভ দ্য চিলড্রেনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দেশি বিদেশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও সহযোগী সংগঠনের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

#

শেফায়েত/আরমান/রাহাত/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯২৮

**নজরুলের গান ও কবিতা ছিল মুক্তিকামী বাঙালির অফুরন্ত প্রেরণার উৎস**

 **--- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ময়মনসিংহ, ১১ জ্যৈষ্ঠ (২৫ মে) :

 সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, নজরুলের গান ও কবিতা ছিল মুক্তিকামী বাঙালির অফুরন্ত প্রেরণার উৎস। মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর গান ও কবিতা বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ আপামর বাঙালিকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, উদ্বুদ্ধ করেছে। নজরুলের কালজয়ী গান ও কবিতা আমাদের জাতীয় সত্তার সঙ্গে মিশে আছে বলেই তিনি বাঙালির জাতীয় কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কবি নজরুলের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। বঙ্গবন্ধু হলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহানায়ক আর নজরুল বাংলা সাহিত্যের।

 প্রতিমন্ত্রী আজ বিকালে জাতীয় কবির স্মৃতিধন্য ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের দরিরামপুর শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসনের যৌথ আয়োজনে তিন দিনব্যাপী (২৫-২৭ মে) জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সংসদ উপনেতা বেগম মতিয়া চৌধুরী।

 প্রধান অতিথি বলেন, নজরুল কাব্যপ্রেমীদের নিকট চির অম্লান, চির ভাস্বর হয়ে আছেন। তিনি ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করে গেছেন। তাই তাঁকে সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ করা যাবে না, খণ্ডিত রূপে উপস্থাপন করা যাবে না। মতিয়া চৌধুরী বলেন, নজরুল সমস্ত সত্তা দিয়ে দ্রোহকে লিপিবদ্ধ করেছেন যা সমসাময়িক অনেক বিখ্যাত কবিই পারেননি। তাই তিনি বিদ্রোহী কবি।

 বেগম মতিয়া চৌধুরী বলেন, নজরুল সবকিছুকে ছাপিয়ে স্বমহিমায় আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি কালোত্তীর্ণ কবি। তাঁর সৃজনশীলতা তাঁকে মহিমান্বিত করেনি বরং এর মধ্য দিয়ে আমরা মহিমান্বিত হয়েছি। রাখালের বাঁশির সুর থেকে উচ্চাঙ্গসংগীত- এমন বৈচিত্র্যময় সৃজনশীলতা শুধুমাত্র তাঁর কাব্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

 অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি সিমিন হোসেন রিমি, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোঃ হাফেজ রুহুল আমিন মাদানী, ময়মনসিংহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা নাজিম উদ্দিন আহমেদ।

 বিশেষ অতিথির বক্তব্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেন, নজরুল বাঙালির গর্ব ও অহংকার। তিনি ছিলেন সাম্যের কবি, বিদ্রোহের কবি। শোষিত, নির্যাতিত মানুষের কাণ্ডারি। নতুন চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে তিনি বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ করেছেন। সর্বোপরি, তিনি ছিলেন বিশ্বমানবতার কবি।

 অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব খলিল আহমদ। স্মারক বক্তা হিসাবে বক্তৃতা করেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় এর উপাচার্য প্রফেসর ড. সৌমিত্র শেখর দে। সম্মানীয় বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ও নজরুল গবেষক খিলখিল কাজী।

 বিশেষ অতিথি হিসাবে আরো বক্তৃতা করেন ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ শফিকুর রেজা বিশ্বাস, ময়মনসিংহ রেঞ্জ এর ডিআইজি দেবদাস ভট্টাচার্য্য বিপিএম, ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক মোঃ মোস্তাফিজার রহমান, পুলিশ সুপার মাছুম আহাম্মদ ভূঞা পিপিএম, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ময়মনসিংহ জেলা শাখার সভাপতি মোঃ এহতেশামুল আলম, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ত্রিশাল উপজেলা শাখার সভাপতি আবুল কালাম মোঃ শামছুদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইকবাল হোসেন।

 পরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

 উল্লেখ্য, এবছর জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে- ‘অগ্নিবীণার শতবর্ষ: বঙ্গবন্ধুর চেতনায় শাণিতরূপ’।

#

ফয়সল/আরমান/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/২১০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ১৯২৭

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১১ জ্যৈষ্ঠ (২৫ মে) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৬৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৫ দশমিক ২৫ শতাংশ। এ সময় এক হাজার ২৯৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৬ হাজার ১৫৭ জন।

#

অমিত/আরমান/মোশারফ/রফিকুল/আব্বাস/২০২৩/২০৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                        **নম্বর :** ১৯২৬

**মার্কিন ভিসানীতি বিধিনিষেধ ঘোষণার প্রেক্ষিতে বিবৃতি**

ঢাকা, ১২ জ্যৈষ্ঠ (২৫ মে):

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাশনালিটি অ্যাক্ট-এর আওতায় তথাকথিত 3C বিধান অনুসারে মার্কিন সরকারের ভিসা নীতি সংক্রান্ত ঘোষণাটির প্রতি বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষণাটিকে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সকল পর্যায়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে সরকারের দ্ব্যর্থহীন প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করছে। তবে, বাংলাদেশ আশা করে যে এই ভিসা নীতি যথেচ্ছভাবে প্রয়োগের পরিবর্তে বস্তুনিষ্ঠতার সাথে অনুসরণ করা হবে।

ধারাবাহিকভাবে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে এটি সুস্পষ্ট যে আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে অব্যাহত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে দেশের জনগণ অভূতপূর্ব আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের সুযোগ পেয়েছে। এর ফলে দেশের মাথাপিছু দারিদ্র্যের হার ২০০৬ সালের  ৪১ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে ২০২২ সালে ১৮ দশমিক ৭ শতাংশের নেমে এসেছে এবং একই সময়ের মধ্যে চরম দারিদ্র্য ২৫ দশমিক ১ শতাংশ থেকে ৫দশমিক ৭ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে উন্নয়নের একটি আন্তর্জাতিক রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত বাংলাদেশ ২০২৬ সালের মধ্যে জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) কাতার থেকে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। গত চৌদ্দ বছরে টানা তিন মেয়াদে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকারের ধারাবাহিকতার কারণেই এই অর্জন সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশের জনগণ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ভোটাধিকারের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। জনগণের রায়কে উপেক্ষা করে ভোট কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতা দখলকারী কোনো সরকার টিকে থাকার নজির বাংলাদেশে নেই। জনগণের ভোটাধিকারকে আওয়ামী লীগ সরকার পবিত্র রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে এবং এ অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দলটির কঠোর সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস রয়েছে। বর্তমান সরকার শান্তিপূর্ণ ও বৈধ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার আওতায় সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে।

বাংলাদেশের নির্বাচনি সংস্কার প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সাথে পর্যালোচনার মাধ্যমে একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ জাতিয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর নেতৃত্বাধীন সরকারের সময় ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার  তালিকাভুক্তির মতো অসঙ্গতি দূর করার লক্ষ্যে ছবি সংবলিত ভোটার আইডি কার্ড ইস্যু করা হয়েছে। ভোটারদের পাশাপাশি ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা ও এজেন্টদের মধ্যে আস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের ব্যবহার প্রচলন করা হয়েছে।

জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে একটি স্বাধীন, বিশ্বাসযোগ্য ও দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সক্ষমতার ব্যবস্থা  করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের উদ্যোগে দেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন, ২০২২ অনুমোদিত হয়েছে।  এ আইন অনুসারে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধান এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পরিচালনার সুবিধার্থে সামগ্রিক নির্বাহী যন্ত্র তার নির্দেশনার আওতাধীন থাকবে।

সে অনুযায়ী, সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর যে কোনো অবৈধ প্রচেষ্টা বা হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ ও মোকাবেলা করার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সামগ্রিক নির্বাচনি প্রক্রিয়া কঠোর নজরদারির আওতায় রাখা হবে এবং এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদেরও অংশগ্রহণ থাকবে। সরকার আশা করে যে জাতীয় পর্যায়ে যেসব অগণতান্ত্রিক শক্তি সহিংসতা, অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসযজ্ঞের আশ্রয় নেয় তারা সতর্ক থাকবে এবং সাংবিধানিক বিধান অনুযায়ী নির্বাচনি প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার অপচেষ্টা থেকে বিরত থাকবে । কঠিন ত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন অর্জনকে সমুন্নত রাখার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের জনগণের উপরেই বর্তায়। বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রীর অব্যাহত অঙ্গীকারের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃঢ় সমর্থনকে বাংলাদেশ সরকার সর্বদাই ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করে।

#

মোহসিন/আরমান/মোশারফ/রফিকুল/শামীম/২০২৩/২০২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯২৫

**শত নারী শ্রম পরিদর্শক নিয়ে সম্মেলন: কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতার প্রতিজ্ঞা**

ঢাকা, ১১ জ্যৈষ্ঠ (২৫ মে) :

কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতার প্রসার শিরোনামে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে কর্মরত দেশের সকল নারী শ্রম পরিদর্শকের অংশগ্রহণে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আইএলও’র সহযোগিতায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর দিনব্যাপী এ সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ এহছানে এলাহী।

নারী শ্রম পরিদর্শকদের কর্মক্ষেত্রে পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে সম্মেলনে কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সহিংসতা প্রতিরোধ ও এ বিষয়ক প্রয়োজনীয় ভবিষ্যৎ উদ্যোগ গ্রহণ এবং কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতার প্রতিজ্ঞা করা হয়।

এ সময় শ্রম সচিব বলেন, বিগত কয়েক বছরে কর্মক্ষেত্রে নারীবান্ধব কর্মপরিবেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। যথাযথভাবে আইনের প্রয়োগ ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা পরিপূর্ণভাবে রোধ করা সম্ভব। তিনি বলেন, সরকার শ্রম আইন প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করার মাধ্যমে নারী শ্রমিকদের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখবে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খালেদ মামুন চৌধুরী, আইএলও’র কান্ট্রি ডিরেক্টর তোমো পুটি আইনেন, বাংলাদেশে নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত অ্যান ভ্যান লিউয়েন, বাংলাদেশে কানাডার হাইকমিশনার লিলি নিকোলস বক্তৃতা করেন।

সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তারা কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা ও হয়রানি দূর করা, মাতৃত্ব সুরক্ষা নিশ্চিত করে নারীবান্ধব কাজের পরিবেশ গড়ে তোলা, নেতৃত্বদানকারী পদে আরো বেশি নারী থাকা এবং নারীদের দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

সম্মেলনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ৮২ জন উপমহাপরিদর্শক, সহকারী মহাপরিদর্শক, শ্রম পরিদর্শকসহ শ্রম মন্ত্রণালয় এবং শ্রম অধিদপ্তরের মোট ১০০ জন নারী কর্মকর্তা এবং নিয়োগকর্তা ও শ্রমিক সংগঠন এবং উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

#

আকতারুল/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২৩/২০০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৯২৪

**সৌদি আরবে হজ পালনকারীর সেবা নিশ্চিত করছে সরকার**

মক্কা, বৃহস্পতিবার, ১১ জ্যৈষ্ঠ (২৫ মে):

আজ পর্যন্ত ৯ হাজার ৭ শত ৮৯ জন হাজী সরকারিভাবে মক্কায় এসে পৌঁছেছেন। অন্যান্য সকল সেবার সাথে কোনো হাজী হারিয়ে গেলে বা হঠাৎ অসুস্থতা অনুভব করলে তাৎক্ষণিকভাবে সেবা নিশ্চিত করছে বাংলাদেশ হজ অফিস।

বাংলাদেশ থেকে আসা হজ সেবায় সকল দলের প্রধান ও মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (হজ অনুবিভাগ) মোঃ মতিউল ইসলাম জানান, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান হজ সেবা নির্বিঘ্ন করতে সার্বক্ষণিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। যেকোনো সমস্যায় এখানে প্রশাসনিক, কারিগরিসহ সবাই দলগতভাবে কাজ করছেন। আলোচনা সভা ও অনলাইন গ্রুপের মাধ্যমে সর্বক্ষণিক যোগাযোগ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

হজ কাউন্সেলর জহিরুল ইসলাম জানান, হাজী সাহেবদের আবাসিক ব্যবস্থায় কোথাও কোনো অভিযোগ পেলে তা হোটেল কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে দ্রুত সমাধানে নির্দেশনা দেয়া আছে। নির্বিঘ্নভাবে হজ সম্পাদনে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে।

উল্লেখ্য গত সোমবার হজ পালনে বেসরকারিভাবে নওগা থেকে আগত মোছা. হোসনে আরা বেগম (আইডি নং-০৫৬৮১৭৩) ক্বাবা শরীফ থেকে ফেরার পথে হারিয়ে গেলে হজ অফিসের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপে তাকে উদ্ধার করা হয়।

#

আসিফ/আরমান/রফিকুল/লিখন/২০২৩/২০১৭ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯২৩

**আরো ৪০ লাখ মানুষকে ঘর দেবে সরকার**

 **--- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ জ্যৈষ্ঠ (২৫ মে) :

 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী বীরপ্রতীক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ৩৫ লাখ গৃহহীন ও ভূমিহীন মানুষকে জমিসহ বাসস্থান দিয়েছে, আরো ৪০ লাখ মানুষকে ঘর দেওয়া হবে। প্রত্যেক ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের বাসস্থান নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলেও জানান তিনি।

 আজ নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার টানমুশুরী এলাকায় গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহারের জমি ও ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা জানান।

 গোলাম দস্তগীর গাজী বলেন, ‘২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। আমাদের অর্থনীতি, কৃষি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা হবে স্মার্ট। তৃণমূল পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের উন্নত জীবন হবে। প্রত্যেকটা গ্রামের মানুষ শহরের নাগরিক সুবিধা পাবে। আওয়ামী লীগ সরকার যাদের ঘর নেই, বাড়ি নেই, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, রাস্তার পাশে পড়ে থাকে তাদের ঘর বানিয়ে জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর বাংলায় আর একটি মানুষও ভূমিহীন বা গৃহহীন থাকবে না। সরকার ৩৫ লাখ মানুষকে ঘর করে দিয়েছে, আর অল্প কিছুদিনের মধ্যে আরো ৪০ লাখ মানুষকে ঘর করে দেবে। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছেন, দেশ স্বাধীন করলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে সক্ষম হয়েছেন, দেশের মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন।’

 মন্ত্রী আরো বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুধু একটা বিষয় চিন্তা করেন। দেশের মানুষের ভাগ্য গড়ে তাদের দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্তি দিতে হবে। গৃহহীন মানুষকে ঘর দিতে হবে, তাদের শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। মানুষকে উন্নত জীবন দেওয়ার মাধ্যমে স্বাধীনতার সুফল প্রত্যেকের ঘরে পৌঁছে দিতে হবে।’

 রূপগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফয়সাল হক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

#

 সৈকত/আরমান/রাহাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/২০৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                             **নম্বর** : ১৯২২

**আম রপ্তানির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন কৃষিসচিব**

ঢাকা, ১২ জ্যৈষ্ঠ (২৫ মে):

চলতি বছর আম রপ্তানি কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। এ বছর লক্ষ্যমাত্রা ৪ হাজার টন, যা গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণ।

আজ ঢাকার শ্যামপুরে কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজে আম রপ্তানির উদ্বোধন করেন কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার। এসময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী, আম রপ্তানি প্রকল্পের পরিচালক আরিফুর রহমান, বাংলাদেশ ফ্রুটস, ভেজিটেবলস এন্ড এলাইড প্রোডাক্ট এক্সপোর্টাস এসোসিয়েশনের সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্প এবং বাংলাদেশ ফ্রুটস, ভেজিটেবলস এন্ড এলাইড প্রোডাক্ট এক্সপোর্টাস এসোসিয়েশন এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আজ ৪টি দেশে প্রায় ১০ লাখ টন আম রপ্তানি হচ্ছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে ২ লাখ হেক্টর জমিতে ২৩ দশমিক ৫০ লাখ মে. টন আম উৎপাদিত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ হতে বিশ্বের ২৮ টি দেশে ১ হাজার ৭৫৭ মে. টন আম রপ্তানি করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে কৃষিসচিব বলেন, সারা বিশ্বেই বাংলাদেশের আমের সুনাম রয়েছে। দেশে ২৪ লাখ টনের ওপরে আম উৎপাদন হয়। গত বছর মাত্র ১ হাজার ৭৫৭ টন রপ্তানি করা হয়েছে। বিশ্বে আম উৎপাদনে আমরা সপ্তম স্থানে থাকলেও রপ্তানি খুবই কম। রপ্তানি আরো বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য যত ধরনের প্রতিবন্ধকতা আছে তা দূর করা হবে। প্রয়োজনে উৎপাদন স্থানের কাছাকাছি প্যাকিং হাউজ করা হবে।

রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) ২০২২ হতে ২০২৭ খ্রি. মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ৪৭ কোটি টাকা। রপ্তানিযোগ্য মানসম্মত আম উৎপাদনের লক্ষ্যে দেশের ১৫ টি জেলার ৪৬ টি উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্প সহায়তায় উত্তম কৃষি চর্চার মাধ্যমে আম উৎপাদন প্রদর্শনী ৩৫০ টি, রপ্তানিযোগ্য জাতের আম বাগান সৃজন ৬০৪টি, বিদ্যমান আম বাগানে সার ও বালাই ব্যবস্থাপনা-২৪০ টি এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার (প্রুনিং ব্যাগিং ও বালাই ব্যবস্থাপনা) মানসম্মত ২০০ টি আম উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৯ টি উপজেলাতে ৩৭১ জন আম চাষীকে ক্লাস্টার প্রদর্শনীর আওতায় আনা হয়েছে। মানসম্মত আম উৎপাদন ও পোস্ট-হার্ভেস্ট ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে কৃষক গ্রুপে ম্যাংগো প্লাকার, হাইড্রোলিক ম্যাংগো হারভেস্টার, গার্ডেন টিলার, ফুট পাম্প, এলএলপি ও ফিতাপাইপ সেট সরবরাহ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে উত্তম কৃষি চর্চা (গ্যাপ) সনদ প্রদানে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বিদ্যমান না থাকায় ইউরোপ ও আমেরিকার মূলধারার সুপার মার্কেটসমূহে আম রফতানি করা সম্ভব হয় না। আমের গ্যাপ সার্টিফিকেট প্রদানের প্রয়োজনীয় জনবল ও সক্ষমতা অর্জন করা গেলে বাংলাদেশ থেকে উন্নত দেশসমূহে আম রফতানির পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ হতে আম রফতানি তরান্বিত করার লক্ষ্যে রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্পের মাধ্যমে আমের পেস্টরিস্ক এনালাইসিস (পিআরএ) ও উত্তম কৃষি চর্চা তৈরি এবং জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রদর্শনী এবং কৃষি প্রযুক্তির তথ্য আদান-প্রদান ও সংরক্ষণের কার্যক্রম চলমান আছে। রফতানিযোগ্য ৫টি আমের জাতের প্রোডাক্ট প্রোফাইল তৈরি করা হচ্ছে।

#

কামরুল/আরমান/মোশারফ/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৮৫৫ঘণ্টা

 তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৯২১

**জলবায়ু সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের জন্য বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রয়োজন**

 **--দক্ষিণ কোরিয়ায় সম্মেলনে পরিবেশমন্ত্রী**

 বুসান (দক্ষিণ কোরিয়া) ১১ জ্যৈষ্ঠ (২৫ মে):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা, জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান এবং মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভিযোজন এবং প্রশমন উভয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়নের পাশাপাশি প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সহায়তা প্রয়োজন। বাংলাদেশ পরিবেশ, জলবায়ু ও জ্বালানি খাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে একসাথে কাজ করতে চায়। মন্ত্রী বলেন, পরিবেশ-বান্ধব সবুজ প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে এবং বিশ্বকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও উন্নত বাসযোগ্য স্থান হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা কোরিয়ার সরকার, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে কাজ করতে ইচ্ছুক।

আজ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে আয়োজিত গ্লোবাল গ্রিন হাব কোরিয়া ২০২৩-এ ‘গ্রিন গ্রোথ ভিশন’ সেশনে বক্তৃতাকালে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 পরিবেশমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মতো জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশে ব্যাপক কাঠামোগত পরিবর্তন এবং টেকসই পরিবর্তনের জন্য বেসরকারি অর্থায়ন ও ঋণের পরিবর্তে বহুপাক্ষিক উৎস থেকে সরকারি তহবিলকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। উন্নত ও সবুজ প্রযুক্তির সুবিধা সকল উন্নয়নশীল দেশকে সরবরাহ করতে হবে। আর্থিকভাবে দুর্বল দেশগুলোর উন্নয়নের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, দেশে টেকসই উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ কম কার্বন সবুজ উন্নয়নের পথ অনুসরণ করছে। আমরা শতকরা ১২ ভাগ জনসংখ্যার বিদ্যুৎ নিশ্চিত করার জন্য অফ-গ্রিড এলাকায় ৬০ লাখের বেশি সোলার হোম সিস্টেম ইনস্টল করেছি এবং গ্রামীণ এলাকায় ৪৫ লাখেরও বেশি উন্নত রান্নার চুলা বিতরণ করেছি। পরিবেশ দূষণের ক্ষতিপূরণ হিসেবে বাংলাদেশ পলুটারস পে প্রিন্সিপল (পিপিপি) ধারণা চালু করেছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাদেশকে জলবায়ু সহনশীল করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে। এর জন্য বাংলাদেশের হালনাগাদ ন্যাশনাল ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন (এনডিসি) এ নবায়নযোগ্য শক্তি এবং সবুজ হাইড্রোজেন শক্তি, বৈদ্যুতিক গাড়ির প্রসার, শিল্পে শক্তি দক্ষতা বৃদ্ধি, গৃহস্থালি ও বাণিজ্যিক ভবনগুলোতে শক্তি দক্ষতার প্রসার, বর্জ্য থেকে শক্তি এবং বর্জ্যপানি পরিশোধনের মতো অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শাহাব উদ্দিন বলেন, মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনায় ২০২২-২০৪১-এর মধ্যে দেশের ৪০ শতাংশ পর্যন্ত জ্বালানি নবায়নযোগ্য উৎস থেকে প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার কৌশলগত লক্ষ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে সমন্বিত পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিবেচনার সাথে একটি সবুজ বৃদ্ধির কৌশল গ্রহণ করা। আমাদের সরকার টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সম্পদের টেকসই ব্যবহারের জন্য সার্কুলার ইকোনমি চালু করার জন্য অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে। ভিশন ২০৪১ এ সবুজ ট্যাক্স ও কার্বন মূল্য নির্ধারণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে যা শুধু জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করে না বরং নবায়নযোগ্য শক্তিতে সবুজ প্রযুক্তি গ্রহণ এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে।

#

 দীপংকর/রাহাত/মোশারফ/লিখন/২০২৩/১৯৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯২০

**রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে**

 **--- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ জ্যৈষ্ঠ (২৫ মে) :

 রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে উন্নয়নের পথে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

 আজ রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় ৬ষ্ঠ ফুড এন্ড এগ্রো বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো ২০২৩, ৬ষ্ঠ ইন্টারন্যাশনাল হেলথ ট্যুরিজম এন্ড সার্ভিসেস এক্সপো বাংলাদেশ ২০২৩ এবং ১৪তম মেডিটেক্স বাংলাদেশ এক্সপো ২০২৩-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

 এ সময় মন্ত্রী বলেন, যে দেশকে একসময় ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে তলাবিহীন ঝুড়ি বলা হতো, সে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে এখন বলা হয় উন্নয়নের ম্যাজিশিয়ান। তিনি বলেন, সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত এগিয়ে আসার কারণেই দেশের এই উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। নীতি নির্ধারণসহ বেসরকারি খাতকে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে বলেই এ উন্নয়ন হয়েছে। এভাবে সরকারি-বেসরকারি খাত একযোগে কাজ করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

 মন্ত্রী আরো বলেন, বিশ্ব এখন গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। তাই কাউকে পেছনে রেখে উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের জনসাধারণের উন্নয়নের জন্যই শুধু নয় বরং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে কাজ করছেন। তাঁর দায়বদ্ধতা, আন্তরিকতা এবং নীতি নির্ধারণ বিশ্বনেতাদের প্রশংসা অর্জন করেছে। সম্প্রতি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও আইএমএফ প্রধানও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অসাধারণ নেতৃত্বের প্রশংসা করেছেন। রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে ভিশন ও মিশন থাকতে হয় সেটা আমাদের প্রধানমন্ত্রী করে দেখিয়েছেন। এসময় বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনার শাসনামল বাংলাদেশে বিনিয়োগের উপযুক্ত সময়। বর্তমানে এখন বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে।

 এ সময় মন্ত্রী আরো যোগ করেন, বিশ্বের অনেক দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা শঙ্কা করেছিল করোনায় বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় নীতি এবং সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে মহামারি সত্ত্বেও দেশে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়নি। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে খাদ্য উদ্বৃত্ত রয়েছে।

 অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ খুরশিদ ইকবাল রেজভী, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব নিলুফার নাজনিন, আমেরিকান চেম্বার অভ্ কমার্স ইন বাংলাদেশ-এর প্রেসিডেন্ট সৈয়দ এরশাদ আহমেদ এবং চেন্নাই ফার্টিলিটি সেন্টার এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান ড. ভি এম থমাস।

 উল্লেখ্য, সেমস গ্লোবালের আয়োজনে রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় ২৫ থেকে ২৭ মে ২০২৩ পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী ৬ষ্ঠ ফুড এন্ড এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো, ৬ষ্ঠ ইন্টারন্যাশনাল হেলথ ট্যুরিজম এন্ড সার্ভিসেস এক্সপো এবং ১৪তম মেডিটেক্স বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো ২০২৩ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

#

ইফতেখার/রাহাত/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯১৯

**কলকাতা উপহাইকমিশনে বঙ্গবন্ধুর ‘জুলিও কুরি শান্তি পদক’ প্রাপ্তির সুবর্ণজয়ন্তী পালিত**

কলকাতা, ১১ জ্যৈষ্ঠ (২৫ মে) :

 বাংলাদেশ উপহাইকমিশন, কলকাতায় আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘জুলিও কুরি শান্তি পদক’ প্রাপ্তির সুবর্ণজয়ন্তী।

 এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ গ্যালারিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী প্রেরিত বাণী পাঠ করা হয়। এ সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘জুলিও কুরি শান্তি পদক’ প্রাপ্তি নিয়ে আলোচনা করেন উপস্থিত অতিথিবর্গ।

 সভার প্রধান অতিথি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার বলেন, বঙ্গবন্ধু শান্তিপূর্ণভাবে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা আজীবন লড়াই করে গেছেন।

 অনুষ্ঠানে উপহাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস বলেন, বঙ্গবন্ধু সারা জীবন বিশ্বশান্তির জন্য স্বপ্ন দেখেছেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ বাস্তবায়নে ব্রতী হয়ে সকল ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে একটি শান্তিপূর্ণ দেশে রূপান্তরিত করেছেন, যা বিশ্বে বাংলাদেশকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে উপহাইকমিশনের সকল কর্মচারীকে শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠায় কাজ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

 সবশেষে বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

 উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালে চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে বিশ্বশান্তি পরিষদের প্রেসিডেন্সিয়াল কমিটির সভায় বাঙালি জাতির মুক্তি আন্দোলন এবং বিশ্বশান্তির স¦পক্ষে বঙ্গবন্ধুর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রদানের জন্য শান্তি পরিষদের মহাসচিব রমেশ চন্দ্র প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। পৃথিবীর ১৪০টি দেশের শান্তি পরিষদের ২০০ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে ‘জুলিও কুরি’ শান্তি পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

 বঙ্গবন্ধু ছাড়া যারা ‘জুলিও কুরি’ শান্তি পদক লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- ফিদেল ক্যাস্ট্রো, হো চি মিন, ইয়াসির আরাফাত, সালভেদর আলেন্দে, নেলসন ম্যান্ডেলা, ইন্দিরা গান্ধী, মাদার তেরেসা, কবি ও রাজনীতিবিদ পাবলো নেরুদা, জওহরলাল নেহেরু, মার্টিন লুথার কিং, নিওনিদ ব্রেজনেভ প্রমুখ।

#

রঞ্জন সেন/রাহাত/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৯১৮

**বালি স্মারকে গুরুত্বের শীর্ষে বাংলাদেশের প্রস্তাবনা**

ঢাকা, ১১ জ্যৈষ্ঠ (২৫ মে):

সদ্যসমাপ্ত ১৮তম এশিয়া মিডিয়া সামিটের ঘোষণাপত্র ‘বালি সমঝোতা স্মারকে’ বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ উত্থাপিত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধির প্রস্তাব শীর্ষ গুরুত্ব পেয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার বালিতে ২৩-২৫ মে এশিয়া-প্যাসিফিক ইনস্টিটিউট ফর ব্রডকাস্টিং ডেভেলপমেন্ট (এআইবিডি) আয়োজিত এ সম্মেলনে এশীয় প্রশান্ত ৪০টি দেশ ও অঞ্চলগুলোর পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধি যোগ দেন।

এআইবিডি’র সদস্য দেশগুলোর নেতৃবৃন্দ বুধবার সন্ধ্যায় স্বাক্ষরিত ‘বালি সমঝোতা স্মারকে’ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুল, বিভ্রান্তিকর এবং অসত্য তথ্যের কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নানা উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন।

এ সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিস্ফোরণ আমাদের জীবনকে অনেক পরিবর্তন করেছে। এই পরিবর্তন এসেছে সমাজে, বিশ্বে, প্রতিটি মানুষের জীবনে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘গত দেড় দশকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের দেশে গণমাধ্যমের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রসার জনজীবনে অনেক পরিবর্তন এনেছে।’

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘স্বাধীন, স্বচ্ছ এবং দায়িত্বশীল গণমাধ্যম যেমন গণতন্ত্রের বিকাশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সহায়ক, তেমনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও তথ্যের যথার্থতা এবং সততার মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখা একান্ত প্রয়োজন। এই মাধ্যমে ভুল বা অসত্য তথ্য মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে ব্যক্তি এবং জনজীবনকে বিপর্যস্ত করতে পারে, দেশে দেশে এর বহু উদাহরণ রয়েছে।’

‘এই বিপর্যয় রোধ করতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীদের সচেতন থাকতে হবে এবং ভুল তথ্যের জন্য সেই মাধ্যমের মালিক ও অংশীজনদের দায়িত্বশীলতাও নিশ্চিত করতে হবে’ বলেন তিনি।

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদের প্রস্তাবনা প্রতিধ্বনিত হয়েছে সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে। তথ্যের যথার্থতা, স্বচ্ছতা এবং সততার মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে সোস্যাল মিডিয়ার দায়িত্বশীল ব্যবহারে নাগরিকদের উদ্বুদ্ধ করার কথা রয়েছে ‘বালি সমঝোতা স্মারকে’। একই সাথে ভুল, বিভ্রান্তিকর এবং অসত্য তথ্যের প্রচার রোধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মালিক এবং অংশীজনদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়েও এআইবিডি সদস্যদের ঐক্যমতের কথা স্মারকে বর্ণিত হয়েছে।

#

আকরাম/রাহাত/মোশারফ/লিখন/২০২৩/১৬০৩ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯১৭

**উদ্ভাবনী প্রযুক্তিই পারে দেশকে উন্নত করতে**

 **- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ জ্যৈষ্ঠ (২৫ মে) :

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক প্রযুক্তি আমাদেরকে চড়া মূল্যে বিদেশ থেকে ক্রয় করতে হয়েছে। এখনো টেকনোলজিক্যাল অনেক বিষয়ে আমাদেরকে বাইরের দ্বারস্থ হতে হয়। এতে দেশের অর্থ ব্যয়ের সাথে সাথ নিজেদের মেধা কাজে লাগানোর সুযোগও পাওয়া যায় না। তাই প্রযুক্তির নানা উদ্ভাবনের মাধ্যমেই আমাদের দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে হবে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় এটুআই আয়োজিত ‘ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ’ নামক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক।

তাজুল ইসলাম বলেন, বর্তমান পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশের মতো বাংলাদেশেরও শিল্পায়ন শুরু হয়েছে পোশাক শিল্পের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে তিনি জাপানের উদাহরণ টেনে বলেন, জাপান এখন হাইটেক বা প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিজ্ঞানে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। আমাদেরকেও সেই পথে হাঁটতে হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, উদ্ভাবনী প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। এ সময় তিনি ডেঙ্গু রোগের বিস্তার প্রতিরোধ, নদীর দূষণ, যানজট সমস্যা, দুর্নীতি প্রতিরোধসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ডেঙ্গু প্রতিরোধে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরে বলেন, সমসাময়িক অনেক দেশের তুলনায় ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভালো হলেও আমাদেরকে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সেজন্য বর্ষাকালে জমা পানিতে যেন এডিস মশা জন্মাতে না পারে সবাইকে সে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এবং সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন এটুআই প্রকল্পের পরিচালক ড. দেওয়ান মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাসকিন এ খান ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এভিয়েশন এন্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এয়ার ভাইস মার্শাল এএসএম ফখরুল ইসলাম।

#

হেমায়েত/পরীক্ষিৎ/রবি/মাহমুদা/কলি/আসমা/২০২৩/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৯১৬

**নজরুল ছিলেন মানব জাতির কবি**

 **-নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ), ১১ জ্যৈষ্ঠ (২৫ মে):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম খ্রিষ্টান, হিন্দু, ও মুসলমানের কবি ছিলেন না; তিনি ছিলেন মানব জাতির কবি। তিনি মানবতার কথা বলে গেছেন। তাঁর সাহিত‍্যের মধ‍্যে সবকিছু পাই। তাঁর প্রতিভা উপলধ্বি করতে হলে তাঁর সৃষ্টিকে প্রত‍্যক্ষ করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দক্ষ কূটনীতিতে ১৯৭২ সনের ২৪ মে কবি নজরুলকে স্বাধীন বাংলাদেশে আনেন এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু কবি নজরুলকে ধারণ করে আমাদের মুক্তির চেতনায় স্থান দিয়েছিলেন। সাহিত‍্যের মধ‍্য দিয়ে একটি জাতিকে কিভাবে জাগ্রত করা যায় সেটি নজরুলের সাহিত‍্য কর্মে ফুটে উঠেছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ময়মনসিংহের ত্রিশালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘গাহি সাম‍্যের গান’ মঞ্চে ১২৪তম নজরুল জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে নজরুল’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের চাওয়া পাওয়াকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। রবীন্দ্রনাথের ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি’ -কে জাতীয় সংগীত এবং নজরুলের ‘চল চল চল ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল’ -কে রণসংগীত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদেরকে সম্মানিত করেছেন বঙ্গবন্ধু। তিনি বলেন, নজরুলের সাহিত‍্য চর্চাকে ছড়িয়ে দিয়ে তার প্রতি সম্মান দিতে হলে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন‍্যান‍্যের মধ‍্যে বক্তব‍্য রাখেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. মো. নজরুল ইসলাম, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. আহমেদুল বারী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার কৃষিবিদ ড. মো. হুমায়ুন কবীর।

অনুষ্ঠান শুরুর আগে প্রতিমন্ত্রী জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

#

জাহাঙ্গীর/পরীক্ষিৎ/রবি/রাসেল/মাসুম/২০২৩/১৪৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৯১৫

**জাতীয় কবির সমাধিতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন**

ঢাকা, ১১ জ্যৈষ্ঠ (২৫ মে):

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন কবির সমাধিতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

মন্ত্রণালয়ের সচিব খলিল আহমদের নেতৃত্বে কবির সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

এসময় বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক মোঃ কামরুজ্জামান, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক চন্দন কুমার দে ও কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক এ এফ এম হায়াতুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

#

ফয়সল/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/রবি/রাসেল/মাসুম/২০২৩/১১৩০ ঘণ্টা